একদিন
14-01-2013

হিড়িপ দিড়িপ মাদল-শহর

হিংসা, দ্বেষ, খুনোখুনি-- বিগত ৪-৫ বছরে সন্ত্রাসের এহেন আবহেই দিন কাটছিল জঙ্গলমহলের। মাওবাদী উপদ্রুত হিসেবে চিহ্নিত পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি তথা আদিবাসী জীবনযাপনের রসদগুলি। কিন্তু একদা সাঁওতালি নাচ, গান, ঝুমুর, টুসু, ভাদুর প্রবাহে এই অঞ্চলের মানুষ ভুলে থাকতেন তাঁদের নিত্যসঙ্গী অভাব-অনটনকে। বহু না-পাওয়ার মধ্যেও লোকসংস্কৃতির যে ধারাকে তাঁরা বহন করছিলেন, সেই সংস্কৃতিই রাঢ় বাংলার চিরকালীন সম্পদ। কিন্তু দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, উপেক্ষা সহ্য করতে করতে একদিন জঙ্গলমহলে শুরু হল সশস্ত্র গেরিলাবাহিনীর হানাহানি। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অনুন্নয়ন এই অঞ্চলের মানুষকে করে তোলে রাষ্ট্র-বিরোধী। রাষ্ট্র তথা সরকারের উদাসিনতায় এই অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষ সন্ত্রাসের ছাতার তলায় জড়ো হয়ে একদিন শুরু করল সশস্ত্র আন্দোলন। এই বিদ্রোহের আগুন যেমন জঙ্গলমহলের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিঘ্ন ঘটায়, তেমনই ঝুমুর, টুসু-র আঙিনায়ও প্রবেশ করে। লোকগানের তাল-লয়-ছন্দের পরিবর্তে ক্রমাগত বর্ষিত হতে থাকে বুলেটের গগনবিদারী শব্দ। কিন্তু যার আবেদন চিরকালীন, তা সাময়িকভাবে আড়ালে চলে গেলেও, চিরকালের জন্য হারিয়ে যায় না। আর এই ঐতিহ্যের হাত ধরেই একসময় যোগসূত্র স্থাপিত হয় পাওয়া এবং না-পাওয়ার মধ্যে। সব-পেয়েছি

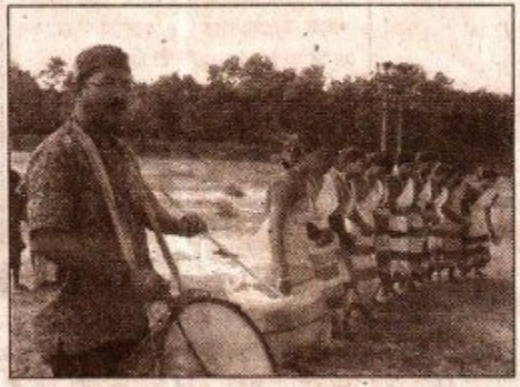

নগর সভ্যতার সঙ্গে এভাবেই বোধ হয় এক নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে বহুবঞ্চিত গ্রামীণ সভ্যতার। আধুনিকতার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটে ঐতিহ্যের। সেই ঐতিহ্যগত লোকসংস্কৃতিরই খানিক আভাস দেখা গেল গতকাল কলকাতার বেহালা অঞ্চলে। সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জঙ্গলমহলের নিজস্ব লোক-আঙ্গিকগুলিকে এখানে তুলে ধরার উদ্যোগ নেন বেহালার ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ, যার মধ্যে ছিলেন লোকগানের শিল্পী বাউন্ডুলে পার্থ, মানিক মণ্ডল। সহযোগিতায় ছিল মেট্রো পার্ক রেসিডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। রাজা রামমোহন রায় রোডে অবস্থিত মেট্রো পার্ক-এ পরিবেশিত হয় সাঁওতালি, ঝুমুর, টুসু, ভাদু, বাউল গান ও নাচ। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ঝাড়গ্রামের ভরতপুরের 'সান্তাড়ী লাকচার এনেচ সেরেঞ আখড়া'-র শিল্পীবৃন্দ, আমর পাল, নাজমুল হক, পারমিতা ঘোষ, তপন রায় প্রধান , দেবপ্রিয়া বিশ্বাস, বাউন্ডুলে পার্থ প্রমুখ লোকসংগীত শিল্পী। আঞ্চলিক কবিতা পাঠে অংশ নেন দেবাশীষ দন্ড ও সৌরেন চট্টোপাধ্যায়। সংবর্ধনা প্রদান করা হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রবীণ পাইক নৃত্যশিল্পী কালিপদ কালিন্দী এবং অমর পাল-এর মতো গুণীজনকে। চারপাশের নানা অস্থিরতার মধ্যে কোথাও যেন শান্তিকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা ছিল এই উদ্যোগে। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে উৎসাহ জোগাতে আসরে নেমেছিলেন পুর প্রতিনিধি রত্না শূর।